ISSN - 2319 1287

আর্জব

পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০১৬

ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির এক নবদিগন্ত

(ষান্মাসিক)

সম্পাদনা

সহদেব রায়

রঞ্জিত বিশ্বাস

ARJAB
BHASA SAHITYA SAMSKRITIR EK NABODIGANTA
Published by Arjab Gabesana Parisad 2019
ISSN - 2319 1287

প্রকাশক :

আর্জব গবেষণা পরিষদ
ই-৯৪, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আবাসন
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং-৭৩৪০১৩

প্রচ্ছদ :

সুজিৎ রায়, শিবমন্দির, দার্জিলিং

প্রাপ্তিস্থান :

প্রতিভালয়, বুক্‌স ফর ইউ ,
রাইটস্‌ পেন ইমপ্রেসন (শিবমন্দির, শিলিগুড়ি),
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ (কোলকাতা)।

অক্ষর বিন্যাস :

সুজিৎ রায়, শিবমন্দির, দার্জিলিং, ৯৬৪১৫৩৭৩২৬

বিনিময় : ৭৫ টাকা মাত্র

আর্জব

ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির এক নবদিগন্ত
(ষাণ্মাসিক)

পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০১৯

পৃষ্ঠপোষক

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক অঙ্কুশ ভট্ট (বাংলা বিভাগ; উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
অধ্যাপক সুবোধকুমার যশ (বাংলা বিভাগ; উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
অধ্যাপিকা মঞ্জুলা বেরা (বাংলা বিভাগ; উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
অধ্যাপিকা সত্যবতী গিরি (বাংলা বিভাগ; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
অধ্যাপক লায়েক আলি খান (বাংলা বিভাগ; বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়)
অধ্যাপক রবিন পাল (বাংলা বিভাগ; বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ; কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)
অধ্যাপক সৌমিত্র বসু (নাট্য বিভাগ; রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
মীর রেজাউল করিম (বাংলা বিভাগ; উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. নিখিলেশ রায় (বাংলা বিভাগ; উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. দীপককুমার রায় (বাংলা বিভাগ; উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. উৎপল মণ্ডল (বাংলা বিভাগ; উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. তাপস কুমার চট্টোপাধ্যায় (অধিকর্তা, দূরশিক্ষা অধিকার, উত্তরবঙ্গ *বিশ্ববিদ্যালয়*)

সহযোগী সদস্যবৃন্দ

ড. রাত্রি নন্দী, অমর পাল, বিভূতিভূষণ বিশ্বাস, অরুণকুমার সাঁফুই, গৌতম দাস,
সাবলু বর্মণ, মৃণালকান্তি দাস, তপনকুমার বিশ্বাস, নির্মল দাস, বিশ্বজিৎ রায়,
বিপ্লবকুমার সাহা, কামনা মজুমদার, মুস্তাফা আলম, শেখর সরকার, শিমুল সরকার,
কুন্তল সিনহা, গোপেশ রায়, নকুলকুমার বিশ্বাস, সমীর দাস, সুবীর বসাক,
পার্থসারথী ঘোষ, দিলীপ হাজরা, সনাতন বিশ্বাস

সম্পাদকীয়

সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, মননশীল প্রধান ও নবীন গবেষক, প্রাবন্ধিকদের নিয়ে আর্জবের পথ-চলা শুরু। চিন্তাশীল মানুষের ভাবনা-শক্তিকে সকলের সামনে তুলে ধরে সাহিত্য রুচি সম্পন্ন মানুষকে আর্জব চেয়েছিল নিজের অঙ্গনে নিয়ে আসতে। কিংবা বলা যায় আধুনিক মননশীল মানুষকে আবিষ্কার করা বা গড়া আর্জবের ব্রত কথা। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে আর্জব তার খেই হারিয়ে ফেলেছিল। টালমাটাল অবস্থা থেকে আর্জবকে উদ্ধার করে পুনরায় আর্জব তার যাত্রা আরম্ভ করেছে।

পত্রিকার এই সংখ্যায় প্রাগাধুনিক ও আধুনিক দুটি বিষয়ের নিবন্ধ রয়েছে। প্রাগাধুনিক নিবন্ধ কয়েকটি ভাবুকের ভাবনা চিন্তাকে তরান্বিত করবে বলে আশা রাখি। আধুনিক নিবন্ধগুলিতে উঠে এসেছে বঙ্কিম, তারাশঙ্কর, প্রফুল্ল রায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, দীপক চন্দ্র থেকে অভিজিৎ সেন ও অন্যান্য সাহিত্যিকদের সৃষ্টি কর্মের বিষয়বস্তুর নানা দিক। নিবন্ধগুলি যুক্তি নির্ভর ও মৌলিকতার দাবি রাখে।

সম্পাদনা পরিষদ, সহযোগী সদস্যবৃন্দ পুনরায় যেভাবে এই পত্রিকায় সম্পাদনার সুযোগ করে দিয়েছে, তাদের প্রতি ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। এই পত্রিকা আগামী দিনে সাহিত্যপ্রেমী মানুষের রুচির অভাব পূরণ করবে বলে আশা রাখি।

সম্পাদক
সহদেব রায়
রঞ্জিত বিশ্বাস

সূচীপত্র

বৈষ্ণবীয় ভক্তি-ভাবুকতা ও পৌরাণিক প্রসঙ্গের নিরিখে ঘনরামের শ্রীধর্মমঙ্গল কাব্য
সুমন দাস # ১

মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও উত্তরণের প্রয়াস
গোবিন্দ বর্মন # ১০

প্রসঙ্গ : বাংলা বৈষ্ণব সহজিয়া কবি সম্প্রদায়
দিবাকর অধিকারী # ১৮

কোচ-কামতা রাজ্যের গীতি-রামায়ণের কবি দুর্গাবর : একটি অনুসন্ধান
বিনয় বর্মন # ২৫

বঙ্কিম উপন্যাসে নদ-নদী
গোবিন্দ রায় # ৩৭

মৃত্যুর অমৃত ধারায় তারাশঙ্করের 'আরোগ্য নিকেতন'
ড. বিকাশচন্দ্র পাল # ৪৫

প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্পে দেশভাগ
জয়শ্রী বিশ্বাস # ৬০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গিরগিটি' : যৌন-মনস্তত্ত্বের এক নিবিড় আলেখ্য
মঃ মহব্বত আলী # ৬৫

অভিজিৎ সেনের 'রহু চণ্ডালের হাড়' : বাজিকরদের জীবন ও বৃত্তি
মহাদেব মণ্ডল # ৭২

মধ্যবিত্তের জীবনে সম্পর্কের অবক্ষয় : 'জলপাইহাটি'
মৃণাল কান্তি রায় # ৮০

হাজার বছরের বাংলা কবিতা : প্রসঙ্গ বুদ্ধচর্চা
অমর চন্দ্র রায় # ৯১

দীপক চন্দ্রের মহাভারতকেন্দ্রিক উপন্যাস : বিপ্রতীপ দৃষ্টিকোণের সন্ধানে
দীপঙ্কর সরকার # ৯৭

'সমুদ্র' : নিস্তব্ধতার সংলাপে দার্শনিক জিজ্ঞাসা
হৈমন্তী বর্মন # ১০৫

প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্পে দেশভাগ

জয়শ্রী বিশ্বাস

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যে যে বৈচিত্র্যময় রূপান্তর দেখা দেয় তার পটভূমি রচিত হয় বিগত শতাব্দীর চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে। বহির্বিশ্বের সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ঔপনিবেশিক ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংঘাতে এই দশকেই বাংলা ও বাঙালির জীবনে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। এই দশকের রাজনৈতিক ঘটনাগুলি যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫), মুসলীম লীগের লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০), নেতাজির অর্ন্তধান (১৯৪১), ভারত ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪১), গান্ধীজীর কারাবরণ (১৯৪১), কলকাতাসহ উত্তর-পূর্ব ভারতে জাপানী আক্রমণের ত্রাস (১৯৪২-৪৩), নিম্নবঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মন্বন্তর (১৯৪৩), গণ আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা (১৯৪৩-৪৮), সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬), দেশভাগ ও স্বাধীনতা (১৯৪৭), উদ্বাস্তু সমস্যা (১৯৪৭-৫০) ইত্যাদি বাঙালির আর্থিক ও সামাজিক জীবনের মৌল রূপান্তর ঘটায়।

চল্লিশের দশকের উপরিউক্ত রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। আর এই রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্য দিয়ে বাংলার জনবন্টন ও আর্থ-সামাজিক জীবনের কিছু মৌল পরিবর্তন সাধিত হয়। যা বাঙালির সামাজিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারাকে বিচিত্র খাতে বাহিত করে।

দেশভাগ ও স্বাধীনতার হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে ওঠে উদ্বাস্তু সমস্যা। লক্ষ লক্ষ ভিটেমাটি হারা উদ্বাস্তু মানুষের চাপে পশ্চিমবঙ্গসহ সারা দেশে এক ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হয়। দেশভাগ ও দাঙ্গার ফলে ১৯৪৭ খ্রি: বিপুল সংখ্যক মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত হিন্দু পরিবার তাদের মানসম্ভ্রম বাঁচাতে পূর্ব-পাকিস্তান ত্যাগ করে ত্রিপুরা, অসম, পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেয়। রাতারাতি ভিটেমাটি ছেড়ে আসা মানুষগুলি অর্থাৎ এই সব উপেক্ষিত এবং অনাহুত মানুষ বিভিন্ন ক্যাম্পে, কলোনিতে, মহানগরীতে ফুটপাতে অথবা মনুষ্য বসতিহীন জঙ্গলময় জায়গায় আশ্রয় খোঁজে। এইসব উদ্বাস্তু মানুষের জন্য সরকারি সাহায্য ছিল শুধু হিসেবের খাতায়, প্রকৃতপক্ষে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ব্যবস্থা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য।

এইরকম উত্তাল সামাজিক অবস্থায় সমকালীন কথাসাহিত্যিকরা প্রায় নীরব থেকেছেন। আর যারা এই সময়ের মধ্য দিয়ে বাল্য কৈশোর অতিবাহিত করেছেন, তাদের মধ্যে থেকেই যাঁরা পরবর্তীকালে কথাসাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁরা তাদের

বাল্য কৈশোরকালের এইসব অভিজ্ঞতাকে মূলধন করেই বাংলা সাহিত্যকে বৈচিত্র্যময় করে তোলেন। এইরূপ একজন কথাসাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়। তাঁর জন্ম ১৯৩৪ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর অখণ্ড বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের আটপাড়া গ্রামে। বাল্যকাল ও কৈশোর কেটেছে পূর্ববঙ্গে। তাই পূর্ববঙ্গ তাঁর কাছে ছিল সোনার প্রতিমা। দেশভাগের কারণে যখন পূর্ববঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা যায় তখন লক্ষ লক্ষ হিন্দু পরিবারের মত লেখকের পরিবারও পূর্ব পাকিস্তান থেকে সর্বস্ব হারিয়ে চলে আসেন সীমান্তের এপারে। প্রথমে কলকাতায় তারপর বিহারের একটি ছোট শহরে কিছুদিন বসবাস করেন। এককথায় প্রফুল্ল রায় পূর্ববাংলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এই বাংলায় পাকাপাকিভাবে আসেন পঞ্চাশ সালে। উদ্বাস্তু হয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থান ঘুরে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তিনি। কীভাবে এই ছিন্নমূল মানুষগুলি বেঁচে থাকার জন্য নিরন্তন সংগ্রাম করেছে, কীভাবে আন্দামান ও অন্যত্র ছিন্নমূল বাঙালিরা অবর্ণনীয় দুঃসহ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে নিজেদের পুনর্বাসিত করার চেষ্টা চালায় তার কিছু আন্তরিক ও জীবন্ত চলচ্ছবি প্রফুল্ল রায় প্রকাশ করে গেছেন তাঁর নানা সময়ে লেখা ছোটগল্পে। এইসব গল্পে দেশভাগ ও উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সবই তাঁর প্রত্যক্ষ দৃষ্টির প্রতিফলন।

দেশভাগ হওয়ার কারণে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে দাঙ্গা দেখা যায় এবং মুসলমানেরা হিন্দুদের উপর কীরূপ অকথ্য অত্যাচার করেছে তার পরিচয় পাওয়া যায় প্রফুল্ল রায়ের ‘মাঝি’ গল্পে। গল্পে দেখা যায় ইয়াসিন নামে একজন মুসলমান যুবক এক হিন্দু নারীকে জোর করে ইসমাইল চরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। নৌকায় করে নিয়ে যাবার সময় নারীটি তাকে বাঁচানোর জন্য মাঝিকে উদ্দেশ্য করে বলে— “আমাকে বাঁচাও মাঝি, আমারে বাঁচাও। আমি তাঁতি বাড়ির বউ। দাঙ্গায় আমার হোয়ামীরে মারছে অরা।” অর্থাৎ দাঙ্গার ফলে বহু হিন্দু নারী যে মুসলমান পুরুষের যৌন কামনার শিকার হয় তার পরিচয় পাওয়া যায় এখানে। ফলে হিন্দু ঘরের বহু নারী তাদের ইজ্জত হারায়।

‘অনুপ্রবেশ’ গল্পে দেখা যায়, ফরিদ ও রাশেদার পরিবার বিহারের এক মুসলীম প্রধান অঞ্চলে যায়। ছেচল্লিশে বিহারে মারাত্মক দাঙ্গা হয়। তখন চারিদিকে শুধু হত্যা, আগুন, রক্তস্রোত, লাশের পাহাড়, অবিশ্বাস, ঘৃণা ও উন্মত্ততা দেখে ফরিদের ঠাকুরদা বিহার থেকে ঢাকায় পালিয়ে আসে। পূর্ব পাকিস্তানে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় তখন বাঙালি ও অবাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ঘৃণা, অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ দেখা যায়। মুক্তিযুদ্ধের শেষে বাংলাদেশ গড়ে ওঠে। তখন উর্দুভাষী বিহারী মুসলমানরা পাকিস্তানে চলে যায়। কিন্তু বিহারী মুসলমানেরা উদ্বাস্তু হয়ে আবার ভারতে অর্থাৎ বিহারে চলে আসে। এইসব উদ্বাস্তু মানুষেরা রেশন কার্ড ও ভোটার লিস্টে স্থান করার জন্য স্বার্থন্বেষী রাজনৈতিক

ARJAB
BHASA SAHITYA SAMSKRITIR EK NABODIGANTA
Published by Arjab Gabesana Parisad 2019

ISSN - 2319 1287
5th Year, 1st Issue, 2019

আর্জব গবেষণা পরিষদ
ই-১৪, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আবাসন
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং-৭৩৪০১৩